আলমডাঙ্গায় সরকারী আদেশ অমান্য করায় ২ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালত অভিযান চালিয়ে ২ জনকে ২ হাজার ৫’শ টাকা জরিমানা করেছে।

শহরের হাইরোডে টুম্পার মামুন বেকারীতে ও গোবিন্দপুরে সরকারী আদেশ অমান্য করে বাড়িতে রাজ মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করানোর অপরাধে তাদের উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোহাঃ হুমায়ন কবীর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করে জরিমানা আদায় করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা শহরের হাইরোডে টুম্পার বেকারীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিস্কুট, পাউরুটি, কেক তৈরী করে্।

এ দিকে আজ মঙ্গলবার উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি মোঃ হুমায়ন কবীর ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালে ট্রম্পার মামুন বেকারীকে অভিযান চালনায়।

এসময় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরীর অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন আইন ২০০৯ এর ৫০ ধারা লঙ্ঘন করায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়ার শহরের গোবিন্দপুর গ্রামে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে মৃত ইব্রাহিম আলীর ছেলে আব্দুল মজিদ বাড়িতে রাজমিস্ত্রেরী দিয়ে কাজ করানোর অপরাধে দন্ডবিধি ২৬৯ ধারায় ৫’শ টাকা জরিমানা করেন।

আলমডাঙ্গায় দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে শাশুড়ি হত্যার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার রায়সা গ্রামে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করে হত্যার অভিযোগ উঠেছে দুই পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। নিহত সফুরা

খাতুন (৬৫) রায়সা গ্রামের মৃত হবিবর রহমানের স্ত্রী।

গত সোমবার রাতে এ হত্যার ঘটনা ঘটে। হত্যার অভিযোগে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আটক করেছে পুলিশ।

এলাকাবাসী জানায়, বরাবরই দুই পুত্রবধূ তাদের শাশুড়িকে নানাভাবে নির্যাতন করতো। সোমবার রাতে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে বড় পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন রুটি তৈরির বেলুন দিয়ে শাশুড়ির মাথায় আঘাত করলে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। এসময় পুত্রবধূরা গ্রামে প্রচার করে তাদের শাশুড়ি ঘরে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে মারা গেছেন।

তাকে গোপনে দাফনের চেষ্টা করা হলে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেয়। সকালে লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। একই সঙ্গে পুত্রবধূ রিজিয়া খাতুন ও রেশমা খাতুনকে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ আটক করেছে।

মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. কলিমুল্লাহ।

তিনি বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে বৃদ্ধা সফুরা খাতুনকে পুত্রবধূরা হত্যা করেছে। তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশি তদন্তও শুরু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলেই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।’

কুষ্টিয়ায় তাঁতীলীগের উদ্যোগে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

কুষ্টিয়ায় কর্মহীন, অসহায় গরীব মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহবায়ক ও মানবাধিকার কল্যাণ ট্রাস্ট কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি রুহুল আমিনের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলা সড়কে এসব বিতরণ করা হয়।

তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার আহবায়ক ও মানবাধিকার কল্যাণ

ট্রাস্ট কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে মানুষকে ঘরের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে।

তাই কর্মহীন হয়ে পড়েছে খেটে-খাওয়া দিনমজুর এসব মানুষগুলো। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আনরা জেলা শাখার উদ্যোগে এসব কর্মহীন মানুষের মাঝে একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এভাবে অসহায় দিনমজুরদের পাশে সহযোগিতার জন্য সমাজের বিত্তশালীসহ জনপ্রতিনিধিদের এগিয়ে আসার আহবানও জানান তিনি।

এসময় তাঁতীলীগ কুষ্টিয়া জেলা শাখার সদস্য সচিব হারুন-অর-রশিদ, যুগ্ন-আহ্বায়ক বিপ্লব হোসেন বিপুল, সদর উপজেলা শাখার সদস্য সচিব মেজবাহুর রহমান লিগার, দৈনিক সময়ের কাগজের বার্তা সম্পাদক নুরুন্নবী বাবুসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এখন পর্যন্ত মেহেরপুর করোনা মুক্ত

মেহেরপুরে মোট ১৭৪ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল আইডিসিআর এ।

আজ মঙ্গবার ১৪ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে ৪৬ জনের রিপোর্ট এসেছিল মেহেরপুর জেলায় মোট ৬০ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুর এখন পর্যন্ত করোনা মুক্ত আছে।

মুজিবনগরে গলাই রশি লাগিয়ে বৃদ্ধের আত্বহত্যা

মুজিবনগরে গলাই রশি লাগিয়ে মশিউর রহমান খোকন(৫৫) নামের এক বৃদ্ধ আত্বহত্যা করেছে।

মঙ্গলবার আনুমানিক সকাল সাড়ে দশটার দিকে পুরন্দরপুর পশ্চিমপাড়া ওহাবের ভাটার পাশের আম বাগানের ভিতর আমাগাছের সাথে গলায় রশি লাগিয়ে আত্বহত্যা করে। আত্বহননকারী দারিয়াপুর কাশারিপাড়ার মৃতঃ নফল উদ্দীনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, গত ২/৩ মাস আগে খোকন ব্রেনস্টোক করেন।তারপর থেকে তার চিকিৎসা চলমান ছিলো। মাঝে মাঝে তার মাথায় সমস্যা হত। আজকে সকালে সে একটি রশি হাতে রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিলো। পরে এগারোটার দিকে বাগানের ভিতর তার ঝুলন্ত লাশ দেখতে পাই। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ লাশ নিচে নামায়।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম জানান, মৃত্যুর খবর শোনার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সেখানে যেয়ে কোন ধরনের সন্দেহমূলক কিছু পাওয়া যায়নি। তাছাড়া তার পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়া পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এদিকে ঘটনা শোনার পর পরই মেহেরপুর সার্কেল এসপি মুস্তাফিজুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গাংনী হাসপাতালের প্রধান অফিস সহকারী লিটনের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের প্রধান সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ এর অভিযোগ পাওয়া

গেছে। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্মরর্ত থেকে মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউছার স্কীম (ডিএসএফ) এর প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করায় তার বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলা হলে বিভিন্ন অদৃশ্য কারণে সে পার পেয়ে যায়।

তথ্য প্রমানাদি এবং তার লিখিত অনিয়মের স্বীকারোক্তি থাকলেও সংশিষ্ট দুর্নীতি দমন কমিশন কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করায় আসাদুল ইসলাম লিটন আজও রয়েছেন বহাল তবিয়তে। তার দুর্নীতির কাছে গাংনী উপজেলা কমপেক্স প্রায় সকল কর্মচারীরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। তার ভয়ে কমপেক্সের নার্সরা রোগিদের সেবা দেওয়া বন্ধ করে তার অফিসে বসে খোশ গল্পে মেতে থাকে।

একটি সূত্রে জানায়, আসাদুল ইসলাম (লিটন) রাজি খুশি হলে সব ঠিক হয়ে যাবে, জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, কে এই লিটন? এর খুটির জোর কোথায়। তার পরেও সে আবারো গাংনী স্বাস্থ্য কমপেক্সের বাবুচি প্রয়াত ক জেম উদ্দীনের পেনশনের টাকা তুলতে গেলে তার পরিবারে কাছে থেকে পেনশনের অর্ধেক টাকা দাবী করে আসাদুল ইসলাম লিটন।

দাবী কৃত টাকা দিতে অস্বীকার করায় তার ফাইল আটকে রাখে প্রায় ৩ মাস ধরে সে মিথ্যা ভাবে হয়রানি করছে বলে তার পরিবারের সদস্যরা সাংবাদিকদের কাছে লিখিত ভাবে অভিযোগ করেন।

অভিযুক্তরা হলেন সাবেক আরএমও ডা. আনোয়ারুল ইসলাম, হিসাব রক্ষক আসাদুল ইসলাম লিটন, ষ্টোর কিপার, দবির উদ্দীন, ডিএসএফ’র কো অর্ডিনেটর সেলিনা আক্তার ও পরিসংখ্যান বিদ মনিরুল ইসলাম। গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বেতন হওয়া শর্তে নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মরত কর্মচারী দীর্ঘ দিন ধরে বেতন পাই না।

পরে বেতনের সময় জনপ্রতি ৪হাজার করে টাকা ঘুষ দিতে হয় আসাদুল ইসলাম (লিটন) কে। গাংনী পৌরসভার বাঁশবাড়ীয়া গ্রামের দিনমুজুর আলম হোসেনের কাছে থেকে সরকারী কাজ করিবার জন্য টাকা নেওয়া হয়। নতুন ভবনের নির্মাণ ৩০র্পাসেন্ট কাজ বাকী থাকলেও ৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কাজ
বুঝে নিয়েছেন সাবেক উপজেলা স্বাস্থ্য ও প.প. কর্মকর্তা ও অফিস সহকারি আসাদুল ইমসলাম লিটন। সরকারি নিয়ম আছে সেবা উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে কাজ টি বুঝে নিতে হবে।

নতুন ভবনের সীমানা বাউন্ডারীর উপরে এ্যাংগেল দিয়ে ঘেরার কথা থাকলেও সেখানে ঘেরা হয়নি। নির্মাণধীন নতুন স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর

নতুন আসবাবপত্র দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে পুরাতন আসবাবপত্র দিয়ে কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। গত জুন মাসে সরকারি ভাবে ভেষজ ঔষাধ ক্রয় বাবদ ৩ লক্ষ টাকা ও ভেষজ বাগান করিবার জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আসে সেখানে ভেষজ ডাক্তার শাহিন আলী, লিটন ও সে সময় দায়িত্ব থাকালীন টিএইচও ৩ জনে মিলে ভুয়া কমিটির মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করেন।

ভবনের ভিতরে বিদ্যুৎ কাজ করা হয়নি। প্লষ্টিক দ্রবাদি ফেলা ট্যাংকিও নিমার্ণ করা হয়নি। ময়লা ফেলার ট্যাংকি নির্মাণ করা হয় নি। এছাড়াও গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রায় তিন বছর যাবত

জেনারেটর সেবা বন্ধ রয়েছে । উপজেলা প.প. কর্মকতা ও প্রধান অফিস সহকারি মিলে অর্থ বছরের জেনারেটের সেবা দেখিয়ে ৪০ হাজার টাকার ভুয়া বিল করে টাকা তুলে নিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ২৯/০৭/১২ ইং তারিখে ০৫.৬৬৮.০১৮.১৮.০০.০০.৩০-২০১২-৫৩১ (৫) নং স্বারকে (মাতৃভাতা স্কিম) ডিএসএফ’র টাকা লুটপাট ও অনিয়মের অভিযোগে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৫ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি ডিমান্ড সাইড ফাইনান্সিং (ডিএসএফ) ব্যাপক অনিয়ম খুঁজে পায়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে পেশকৃত তদন্ত রির্পোট থেকে জানা গেছে, গত ২০১১/১২ অর্থবছরেই সরকারি নিয়ম অনুযায়ী গোটা উপজেলাতে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৬৫০ জন। কিন্তু বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৪ হাজার ২৪২টি কার্ড। বাড়তি ৫৯২টি কার্ড ভুয়া গর্ভবতীদের নামে বিতরণ দেখিয়ে প্রায় ১৮লক্ষ টাকা আত্মসাত করেন। অনিয়মের বিষয় টি ২৮/০৭/১২ ইং তারিখে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর লিখিত ভাবে জানিয়েছেন অভিযুক্ত কয়েক জন।

তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, তৎকালিন সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ডা. হাসান আলী অনিয়ম রুখতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এছাড়া আরো উল্লেখ করা হয়েছে হিসাব রক্ষক আসাদুল ইসলাম লিটন ডিএসএফ’র দ্বায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা না হয়েও অজ্ঞাত কারনে দূর্নীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছেন।

অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ও দূর্নীতি দমন কমিশন কুষ্টিয়া কার্যালয়ের উপ পরিচালক আব্দুল গাফফার জানান, ডিএসএফ’র ৬০ লক্ষ টাকা দূর্নীতির অভিযোগে ৫ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। শুধু ৫ জনই না তদন্তকালে যদি দূর্নীতির সাথে অন্যদের জড়িত থাকার

প্রমান পাওয়া যায় তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এছাড়া দূর্নীতি দমন কমিশন কুষ্টিয়া কার্যালয়ের ২৯/১০/১৪ ইং তারিখের ১১৭১ নং স্বারকে ২০১০/১১ ও ২০১১/১২ সালের সকল তথ্য চেয়ে আবাসিক মেডিকেল অফিসার বরাবর চিঠি দেয়া হয়। এব্যাপরে অভিযুক্তরা এ বিষয়ে কথা বলতে অপরাগতা প্রকাশ করেন।

গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর প্রধান অফিস সহকারী আসাদুল ইসলাম লিটন সাথে যোগাযোগ করিলে তার বিরুদ্ধে সংবাদ না লেখা জন্য বার বার অনুরোধ করে। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সর প:প:কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম বলেন, আমার কাছে অভিযোগ দিলে আমি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করবো।

গাংনীর কাথুলী ইউপির উদ্যোগে খাবার সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা

করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুয়ের মাঝে খাবার সামগ্রী ও নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার ইউনিয়ন কার্যালয়ে সকল ওয়ার্ডের ৪৩৫ টি পরিবারের মাঝে নগদ অর্থ ও খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

এসময় ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা বলেন, করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় কর্মহীন খেটে খাওয়া মানুষের যে সমস্যা হচ্ছে তাতে তারা অসহায় হয়ে পড়েছে। এই করোনা ভাইরাস সম্পর্কে আপনার সকলে সচেতন থাকবেন। সরকারি নিয়ম কানুন মেনে চলবেন। নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করুন।

কুষ্টিয়ায় ইবি ছাত্রলীগের ৮০মণ ফ্রি সবজি বিতরণ

সাধারন ছুটিতে আয় বন্ধ হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করা দিনমুজুর, শ্রমিক ও নিন্মআয়ের মানুষের মাঝে ফ্রি সবজি বিতরণ করেছে ইবি ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া শহরের ছয় রাস্তার মোড়ে ইবি ছাত্রলীগ নেতা মিজানুর রহমান লালন ও ফয়সাল সিদ্দিক আরাফাতের নেতৃত্বে একদল কর্মী ভ্রাম্যমাণ ফ্রি সবজী বিতরণ কর্মসূচীতে যোগদেন।

তারা সেখানে সামাজিক দুরুত্ব মেনে সাধারণ মানুষের হাতে নানা পদের সবজি তুলে দেন। ছয়রাস্তার মোড়ে সবজি বিতরণ শেষে মজমপুর গেটে সবজি ভ্যান নিয়ে আসা হয়। সেখানেও সবজি সংগ্রহ করে সাধারণ লোকজন। সর্বশেষ হাসপাতাল মোড়ে সবজি বিতরণ করা হয় লোকজনের মাঝে।

সবজির মধ্যে ছিল লাউ, লাল শাক, মিষ্টি কমুড়া ও বাধাকপি। কয়েক হাজার মানুষের মাঝে প্রায় ৮০ মন সবজি বিতরণ করেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

এ বিষয়ে ইবি শাখা ছাত্রলীগের সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক মিজানুর রহমান লালন বলেন, করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে মানুষকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। লকডাউনের কারণে সমাজের অসহায় মানুষদের যেন না খেয়ে থাকতে হয়।

সেজন্য অসহায় মানুষের সেবাই আমরা ইবি ছাত্রলীগের সাধারণ কর্মীরা রাস্তায় রাস্তায় বিনামূল্যে সবজি বিতরণ করছি। মানুষ বাঁচলে টিকে থাকবে মানবতা। আসুন আমরা সবাই মিলে খেটে খাওয়া অসহায় হত দরিদ্র মানুষের পাঁশে দাঁড়ায়।

এসময় ছাত্রলীগের কর্মী পল্লব, মামুন জামিল শেখ সহ কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, সমকাল

প্রতিনিধি সাজ্জাদ রানা, কালের কণ্ঠের নিজস্ব সংবাদদাতা তারিকুল হক তারিক, নধৎঃধ২৪.পড়স এর স্টাফ করেসপন্ডেন্ট এসএম জামাল উপস্থিত ছিলেন।

কম্বাইন হার্ভেস্টারে ধানকাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের খরচ কমবে

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন বলেছেন, উৎপাদন খরচ কমাতে ও অধিক ফলনের জন্য প্রয়োজন কৃষিজমিতে উন্নত প্রযুুক্তির ব্যবহার। এতে জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের পাশাপাশি কৃষকেরা লাভবান হবেন। পাশাপাশি কম্বাইন হার্ভেস্টারের মাধ্যমে ধানকাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের খরচ কমবে।

তিনি বলেন, কৃষি খামার যান্ত্রিকরণ এখন সময়ের দাবি। সরকার খামার যান্ত্রিকরণ করতে কাজ করে যাচ্ছে। দ্রুত আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ করে তা ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি দেশকেও এগিয়ে নিতে ভূমিকা রাখতে হবে।’

গতকাল সোমবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুরে আসন্ন বোরো মৌসুমে কৃষকের ধান কর্তনে শ্রমিক সংকট নিরসনে ১৪ লক্ষ টাকা ভর্তুকিতে ১ টি কম্বাইন হার্ভেস্টার বিতরণকালে একথা বলেন তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ।

কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত দিক নির্দেশনা পালন করে যাচ্ছে কৃষি বিভাগ। আর তাই আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ধান কাটা ও মাড়াইয়ের অত্যাধুনিক যন্ত্র কম্বাইন হার্ভেস্টার কৃষকদের দোড়গোড়ায় চলে এসেছে। এই যন্ত্র ব্যবহার করে ধান কাটা ও মাড়াইয়ে কৃষকের ৬০-৭০ শতাংশ খরচ কমে যাবে।

গাংনীতে স্বাস্থ্য সেবার মান নিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেবার মান নিয়ে উপজেলা বাসির মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা দেওয়ার নামে চলছে সাধারণ রোগীদের হয়রানি। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানটির জেনারেটর, এমবুলেন্স সেবাও বন্ধ রয়েছে বলে সরেজমিনে দেখা যায়।

সেবার মানের বিষয়ে এর আগে কর্তব্যরত ডাক্তাররা সারাদেশের ন্যায় করোনা পরিস্থিতির মধ্যে নিরাপত্তার অভাবে সেবা দিতে নিজেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন বলে জানা যায়।

পরে ডাক্তারদের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমানের উদ্যোগে ও উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় ৪৫টি পি পি ই সর্বরহ করা হয় যাতে চিকিৎসকরা নির্ভয়ে মানুষকে সেবা দিতে পারে। এছাড়াও একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আরও ৫টি পি পি ই প্রদান করেন।

এর পরও প্রতিষ্ঠানটিতে ডাক্তারের উপস্থিতিও থাকেনা বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রতিষ্ঠানটির সয়শ্লিষ্ট একজন।

প্রতিষ্ঠানটিতে দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. সাদনান সাকিব গত বছর ডিসেম্বর মাসে যোগদানের পর থেকেই হাসাপাতালে অনুপস্থিত রয়েছেন। জানা যায় তিনি গাংনী চৌগাছা এলাকায় নিজ বাসাতে রোগী দেখেন নিয়মিত অথচ সরকারি বেতন সুবিধা নিয়েও হাসাপাতালে আসেননা। তবে এ বিষয়টিকে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এম রিয়াযুল ইসলাম অস্বীকার করে বলেন তিনি প্রতিদিনই অফিসে আসেন।

এদিকে গত শনিবার গাংনী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড এর মালসাদহ এলাকার ইছারদ্দি নামের একটি রোগী অসুস্থ্য অবস্থায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসে প্রথমে তাকে কোন চিকিৎসক না দেখে জরুরী বিভাগেই ফেলে রাখে দেওয়া হয়না কোন ব্যবস্থা পত্র। স্বজনরা যখন ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে ঐ মুহুর্তে কর্তব্যরত ডাক্তার রোগীর কাছে এসে

তাকে ভর্তি করার পরামর্শ দিলে তাকে ভর্তি করা হয়। পরে তার অবস্থার অবনতি হলে ডাক্তার তাকে ইনজেকশন দিলে রোগীটি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। স্বজনদের অভিযোগ তাকে সময় মতো সেবা দিলে বেঁচে যেতে পারতো। এনিয়ে স্বজনরা ক্ষোভ প্রকাশ করে।

এর পরের দিনই গাংনীর ভাটপাড়া গ্রামে সড়ক দূর্ঘটনার শিকার হয়ে আড়াই বছরের একটি কন্যা শিশু হাসপাতালে আসলে কর্তব্যরতা ডাক্তার নুরুন্নাহার জরুরী ভিত্তিতে অক্সিজেন দেওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটিতে অক্সিজেন নেই বলে জানালে স্বজনদের আহাজারি দেখে একজন সাংবাদিক স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছে ফোন দিলে তিনি সিভিল সার্জনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেন। সিভিল সার্জনের নির্দেশে তখনই হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন ব্যবস্থা করা হয়। স্বজনদের অভিযোগ এখানে গরীবদের কোন সেবা নাই কারণ ঐ সময় সাংবাদিক যদি যোগাযোগ না করতো তাহলে অক্সিজেন পাওয়া যেতনা।

শুধু তাই নয় অক্সিজেন মিললেও ডাক্তার শিশুটিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত রেফার্ড করে দেন। কিন্তু এখানেও প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা ব্যার্থতার পরিচয় দেয়। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দুটি এ্যম্বুলেন্স রয়েছে দুটোই বিকল হয়ে আছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। যে কারণে আহত শিশুটিকে সময় মতো রেফার্ড করা যায়নি। পরে শিশুটির স্বজনরা মাইক্রো গাড়ির ব্যবস্থা করলেও ততক্ষণে শিশুটি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে হেরে যায়। সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে বর্তমানে সেবার নামে চলছে রিতিমত তামাশা। স্থানীয়দের নানান অভিযোগ থাকলেও এ নিয়ে কারর কোন মাথা ব্যাথা নেই বলে জানা যায়।

এদিকে অব্যবস্থাপনা বিষয়ে জানতে চাওয়ার চেষ্টা করলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোঃ রিয়াযুল ইসলামের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্ট করা হলে তিনি এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের বাসায় আছেন বলে জানা যায়। পরে তার সাথে প্রতিষ্ঠানটির সেবার মান নিয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন আসলে সেই সময় অক্সিজেন ছিলনা পরে ব্যবস্থা করা হয়। তিনি জেনারেটরের বিষয়ে বলেন জেনারেটরটি হঠাৎ করে বিকল হয়ে গেলে পরের দিনই মেরামতের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এ্যম্বুলেন্সের বিষয়ে তিনি বলেন, আমাদের তিনটি এ্যম্বুলেন্স রয়েছে যার একটি একেবারেই বিকল ব্যবহার অযোগ্য আরেকটিও কোন রকমে

স্বল্পদুরে যাওয়া যেতে পারে। আর যেটা ব্যবহার উপযোগি সেটার ফিতা কেটে যাওয়ার কারণে পড়ে ছিল। পরে অনেক খুঁজাখুঁজি করে মেকানিক ডেকে তা মেরামতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন আমি এই উপজেলা বাসিকে স্বাস্থ্য সেবা খাতে অনেক কিছু দিয়ে যেতে চাই।